



সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩২০
WEEKLY BOOKLET-323

শাহজাদে হতীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়তে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আম্মাজা
জাওলায়া মুহাম্মাদ হিলেইয়্যাহ আতা'ত কালোতী রহমী *رحمة الله عليه* এর বিভিন্ন বাণী সম্বন্ধে অমূল্য

আমীরে আহলে সুন্নাতের ১২১টি বাণী

অংশ: ৫

উদ্ভাষক:
ড. আবুল কালাম আজাদ
(r. 1982-1988)

Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের ১২১টি বাণী

খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: হে মুস্তফার রব, যে ব্যক্তি এই পুস্তিকা ‘আমীরে আহলে সুন্নাতের ১২১টি বাণী’ পড়বে বা শুনবে, তাকে নিজের সংশোধন করার পাশাপাশি অন্যদের কাছে নেকীর দাওয়াতের প্রচারক এবং মন্দ থেকে রক্ষাকর্তা বানিয়ে দাও।
 اٰمِيْنَ بِجَاوِحَاتِكُمْ اَللّٰهُمَّ عَلٰى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

দরুদ শরীফের ফযীলত

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 'র বাণী: "যে ব্যক্তি জুমার দিনে আমার উপর দু'শ বার দরুদ পাঠ করবে, তার দু'শ বছরের গুনাহ মার্ফ করে দেওয়া হবে।"

(জাম'উল জাওয়ামি' লিস-সুয়ুতী, ৭/১৯৯, হাদীস ২২৩৫৩)

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

মানুষের জন্য হেদায়েতের অন্যতম মাধ্যম হলো আল্লাহর নেক বান্দাদের কাছে বসা এবং তাদের আদেশ-উপদেশ মেনে চলা। কারণ আল্লাহর ওয়ালীদের কথায় সাধারণত কুরআন ও হাদীসের সারমর্ম নিহিত থাকে। তাছাড়া, এও দেখা গেছে যে সাধারণ মানুষের কথা অন্তরে

ঐভাবে দাগ কাটে না যেভাবে একজন কামিল ওয়ালীর একটি কথা বা একবার চাহনি অন্তরে দাগ কাটে। তার কারণ হতে পারে যে এই আল্লাহওয়ালারা বান্দারা সর্বক্ষণ আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল, তার ইবাদত-বন্দেগী এবং তার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট থাকে- যার ভিত্তিতে আল্লাহ পাক তাদেরকে বিশেষ পুরস্কার ও সম্মান দিয়ে ধন্য করেন। এ কারণে মানুষ তাদের ভালোবাসে এবং তাদের কথাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। **الْحَمْدُ لِلَّهِ** আমীরে আহলে সুন্নাত **وَدَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** ও আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি তার হিকমতপূর্ণ বাণী শোনে এবং তার বরকতময় সঙ্গ অবলম্বন করে, সে খালি হাতে ফিরে আসে না বরং ইলম ও হিকমতের (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার) অমূল্য রত্ন কুড়িয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে এবং নিজেকেও সে ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন বিবেচনা করে। অতএব, আপনিও এই পুস্তিকা “আমীরে আহলে সুন্নাতের ১২১টি বাণী” পড়ুন এবং তার হিকমতপূর্ণ উপদেশগুলো অনুসরণ করে বেশি বেশি উপকার অর্জন করুন।

(১) মাসলাকে আ'লা হযরত শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গী মোতাবেক আদবে পরিপূর্ণ, আমাদের তা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে হবে।

(২ যিলহজ ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫)



(২) শরীয়ত আমাদের মানদণ্ড। শরীয়ত যা জায়িয় বলে তা জায়িয় এবং যা নাজায়িয় বলে তা নাজায়িয়।

(১০ যিলহজ ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৩) সালাম দেওয়ার পরেই ‘ঈদ মুবারক’ বলতে হবে আর (ঈদ মুবারকের প্রতি-উত্তরে) ‘খায়র মুবারক’ বলার আগেই সালামের জবাব দিতে হবে।

(১১ যিলহজ ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৪) ঈদ মোবারক একটি দোয়া, যার অর্থ হলো ঈদ আপনার জন্য বরকতময় হোক।

(১২ যিলহজ ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৫) সম্মানজনক উপায়ে কোলাকুলি করা উচিত। চেপে ধরা, কোলাকুলি করার সময় অন্য ব্যক্তিকে আলগানো অনুচিত আর তা কষ্টের কারণ হতে পারে।

(১১ যিলহজ ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৬) কোথায় কী বলতে হবে সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। (১৮ যিলহজ ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৭) প্রকৃত অর্থে مُحْتَاطٌ فِي الدِّينِ বা মুহতাত ফীদ-দ্বীন (যে ব্যক্তি দ্বীন নিয়ে সতর্ক থাকে, জায়িয় ও নাজায়িযের ব্যাপারে





যত্নশীল) হলো সেই ব্যক্তি যে সাওয়াবের লোভী (আকাজক্ষী) এবং কথা বলার আগে চিন্তা করে।

(১৮ যিলহজ ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৮) যখন কোনো শ্রমিক তার মজুরি পাওয়ার অধিকারী হয়, তখন কোনো কারণ ছাড়া তার মজুরি আটকে রাখা উচিত নয়, অবিলম্বে পরিশোধ করা উচিত। তাকে ধাক্কা খাওয়ানো (এদিক সেদিক ঘোরানো) অনুচিত।

(২ রমযান ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৮ জুন ২০১৬, আসরের পর)

(৯) আমি পৌনে দুই মাস সাযিয়দী কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ 'র সান্নিধ্যে ছিলাম, কিন্তু আমি তাকে কখনো অউহাসি দিতে দেখি নি। (২৫ রমযান ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৩০ জুন ২০১৬, তারাবীহ'র পর)

(১০) বই ও মাসিক পত্রিকার নামপৃষ্ঠায় (Title Page) কুরআনের আয়াত লেখা উচিত নয়, কারণ ওয়ু ছাড়া কেউ যদি তা ইচ্ছাকৃতভাবে স্পর্শ করে তবে সে গুনাহগার হবে।

(২৪ রমযান ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৩০ জুন ২০১৬, আসরের পর)

(১১) সাপ্তাহিক ইজতিমাতে অন্যান্য বরকতের পাশাপাশি 'সূর্য ও গুদায়' (অর্থাৎ হৃদয়কে নরম করা, খোদাভীতি এবং ইশকে মুস্তফায় কান্না করা) নসিব হয়।

(২৩ যিলহজ ১৪৩৬ হিজরী মোতাবেক ১০ অক্টোবর ২০১৫)





(১২) যখন কেউ কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক বয়ান করে, তখন এমন কোনো আচরণ করবেন না যাতে আপনার বা অন্যের মনোযোগ বাধাগ্রস্ত হয়।

(৩ মহররম ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৭ অক্টোবর ২০১৫)

(১৩) সাধারণত মানুষ নিজের মোবাইল ফোন অন্যকে দিতে পছন্দ করে না। এতে তাদের গোপন বিষয়ও থাকে, তাই কারো কাছে মোবাইল ফোন চাওয়া অনুচিত।

(১০ মহররম ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২১ অক্টোবর ২০১৫)

(১৪) হেয়ারড্রেসাররা নিজের দোকানে এই লেখাটি ঝুলিয়ে দিন - "এখানে দাড়ি মুগুন এবং এক মুষ্টি থেকে ছোট করা হয় না। কারণ উলামায়ে কিরাম বলেন- "দাড়ি মুগুন করা ও এক মুষ্টি থেকে ছোট করা- উভয়ই গুনাহ এবং তার পারিশ্রমিক নেওয়া জায়িজ নয়।"

(১০ মহররম ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২১ অক্টোবর ২০১৫)

(১৫) যদি বাঁচো, তবে এমনভাবে বাঁচো যেন পৃথিবী তোমার উদাহরণ দেয়। (২০ রমযান ১৮৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৫ জুন ২০১৬, তারাবীহ'র পর)

(১৬) চিশতী, কাদিরী, সুহরাওয়াদী ও নকশবন্দী সবগুলোই একই নদীর শাখা-নদী, সবগুলোই আমাদের জন্য শ্রদ্ধার পাত্র। (১১ মহররম ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২১ অক্টোবর ২০১৫)





(১৭) জ্ঞানী এবং জ্ঞানী মানুষের প্রকৃত অনুসারীরা আত্মহত্যা করে না। (২৫ মহররম ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৭ নভেম্বর ২০১৫)

(১৮) ইসলামী বোনদের জন্য দোজানু হয়ে (নামাযের বৈঠকে বসার মতো) বসে খাওয়া উত্তম।

(২৫ মহররম ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৭ নভেম্বর ২০১৫)

(১৯) অকারণে পিঁপড়াকে হত্যা করো না, বরং তাকে তার দল থেকে আলাদা করো না, কারণ সে দলের সাথে থাকে।

(৮ সফর ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২১ নভেম্বর ২০১৫)

(২০) আমাকে "ইয়া সায়্যিদী" বলে সম্বোধন করবেন না। কিছু লোক ভুল বুঝতে পারে যে এ "সায়্যিদ" হয়ে গেছে; প্রকৃতপক্ষে আমি একজন মেমন। এভাবে তারা গুনাহগার হবে, আমি তাদের গুনাহ থেকে বাঁচাতে চাই।

(২২ সফর ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(২১) মাকতাবাতুল মদীনা (আরবি বই বিভাগ) থেকে অন্তত একটি আরবি বই কিনুন। যদি পড়ার সামর্থ্য না থাকে তবে উপহার হিসেবে কোনো সুন্নী আলিমকে দিন।

(২২ সফর ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৫ ডিসেম্বর ২০১৫)





(২২) শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য দ্বীনী আলিমদের লিখিত অথবা তাদের সত্যয়নকৃত কালাম (ইসলামী সঙ্গীত) পড়া উচিত।

(২৫ সফর ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৭ ডিসেম্বর ২০১৫)

(২৩) পোশাক দ্বীনী হওয়ার সাথে সাথে মানসিকতাও দ্বীনী হওয়া উচিত। (১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫)

(২৪) ইবাদতে মন বসা, মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হওয়া, আনন্দ পাওয়ার নাম হচ্ছে বুহানিয়ত (আধ্যাত্মিকতা)।

(১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫)

(২৫) দা'ওয়াতে ইসলামী আমার জীবন।

(১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫)

(২৬) ১০০ বই একদিকে, এক মুহুর্তের জন্য সৎ সঙ্গ একদিকে। (১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫)

(২৭) আমি উর্দু ভালোবাসি। কারণ কানযুল ঈমান, তাফসীরে খাযাঈনুল ইরফান, ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ, বাহারে শরীয়াত ইত্যাদি উর্দুতে বিদ্যমান।

(১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫)





(২৮) ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে প্রতিটি ঘরে, ড্রয়িংরুম ইত্যাদিতে বুকশেলফের ব্যবস্থা করুন এবং এর নাম রাখুন - 'মাদানী লাইব্রেরী'।

(২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫)

(২৯) সকল আশিকানে রাসূল ইসলামি ভাই ও ইসলামী বোনদের খেদমতে মাদানী অনুরোধ - তারা যেন তাদের ঘর, ব্যবসাস্থল, অফিস, ক্লিনিক, শো-রুম, ওয়েটিং রুম বা ড্রয়িং রুম ইত্যাদি যেখানেই সম্ভব একটি 'মাদানী লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা করেন। (২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৩০) বর্তমান যুগে চোখের কুফলে মদীনা কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবেন না, ঘর থেকে বের হতে হলে দৃষ্টি নত রাখুন। অনিচ্ছাকৃত কোনো গায়র-মাহরাম নারীর উপর চোখ পড়লে অনতিবিলম্বে দৃষ্টি সরিয়ে ফেলুন। এমন জায়গায় খুব কম যাবেন যেখানী নারীরা বেপর্দা থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ - বাজার, ইত্যাদি।

(২ রমযান ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৮ জুন ২০১৬, আসরের পর)

(৩১) আমাদেরকে ঘরের আলোর পাশাপাশি কবরের আলো নিয়েও চিন্তা করা উচিত।

(৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫)





(৩২) জশনে মিলাদের খুশিতে আলোকসজ্জা অবশ্যই করুন এবং সুন্নাত ও সুচরিত্রে নিজের দেহকে সাজাতে অবহেলোঁ করবেন না। (৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৩৩) ইসলাম হলো ত্যাগের সমষ্টি। দ্বীন ইসলামের উপর আমল ও তার প্রচারের (তাবলীগ) জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। (২৫ রমযান ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৩০ জুন ২০১৬, তারাবীহ'র পর)

(৩৪) শরয়ী অনুমতি ব্যতীত মৌমাছিকেও আঘাত করার অনুমতি নেই। (৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৩৫) মুসলমানদের প্রতি আমাদের হতে হবে নম্র, নম্র, নম্র।
(৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৩৬) মৃত ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে বড় উপহার হলো মাগফিরাতের দোয়া।
(৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৩৭) খোদাভীতির আলোচনা গম্ভীর এবং করুণ ভাবে করা উপকারী। (৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫)





(৩৮) ঘুমানোর জন্য এমন চাটাই ব্যবহার করুন যা সাধারণত মুর্দার নিচে খাটিয়াতে রাখা হয় যাতে মৃত্যুর স্মরণ অব্যাহত থাকে। (৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৩৯) নামাযে সুরা পরিবর্তন করে পড়াতে একাগ্রতা অর্জিত হয়। (৯ জমাদিউস সানি, ১৪৩৭ মোতাবেক ১৯ মার্চ ২০১৬)

(৪০) আমার তরফ থেকে বারভী শরীফ উপলক্ষে সাজসজ্জা দেখার জন্য ইসলামী বোনদের আপন ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি নেই। (৪ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৪১) যে গাউসে পাক (رَوْحَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ) 'র প্রতি যত বেশি ভক্তি রাখবে, সে তত বেশি ফয়েয (অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ) পাবে। (৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৪২) মদীনা রহমত নাযিল ও বরকতের উৎসস্থল এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 'র প্রিয় শহর।

(৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৪৩) ঈমান নষ্ট হওয়া সবচেয়ে বড় বিপদ।

(৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫)





(৪৪) সাযিদগণ (আউলাদে রাসূলগণ) আমাদের মাথার মুকুট। (৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৪৫) নাত শরীফ পাঠ করা ইবাদত।

(৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৪৬) যে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দরবারে যত বড় ফকীর সে তত বড় আমীর (ধনী)।

(৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৪৭) সবু রাস্তায় জুলূসে মিলাদ না করে প্রশস্ত জায়গার ব্যবস্থা করুন যাতে যানবাহন চালক ও পথচারীদের অসুবিধা না হয়। (৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৪৮) সংবাদপত্রে পবিত্র লেখাও থাকে, তাই সেগুলো দিয়ে হাত সাফ করবেন না।

(৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৪৯) অকারণে মুসলমানদের সন্দেহ করা পরিত্যাগ করুন এবং ছসনে যন (সুধারণা) রাখুন। কারণ, মুসলমানদের ব্যাপারে সুধারণা রাখা সাওয়াবের কাজ।

(২৪ রমযান ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৩০ জুন ২০১৬, আসরের পর)





(৫০) আমাদের প্রত্যেক বিপদে ধৈর্য ধরতে হবে এবং প্রতিটি নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

(৬ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৮ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৫১) রবিউল আউয়ালে মিলাদে মুস্তফা (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) উপলক্ষে খুশি এবং মুস্তফা (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) মহিমা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আলোকসজ্জা করা সাওয়াবের কাজ।

(৭ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৫২) জশনে মিলাদে মুস্তফা (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) পালনের ক্ষেত্রে ভালো নিয়ত ও শরীয়ত অনুসরণ করা আবশ্যিক।

(৮ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২০ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৫৩) জশনে মিলাদে পতাকা ওড়ানো আনন্দের বহিঃপ্রকাশ।

(৮ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২০ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৫৪) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হুজরা শরীফ (পবিত্র কক্ষ) এবং মিম্বর শরীফের মধ্যবর্তী স্থান হলো “রওয়াতুল জান্নাহ” (অর্থাৎ, জান্নাতের বাগিচা)। সাধারণত মানুষ একে রিয়াযুল জান্নাহ বলে কিন্তু সঠিক শব্দ হলো “রওয়াতুল জান্নাহ”।

(৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২১ ডিসেম্বর ২০১৫)





(৫৫) মাদানী চ্যানেল হলো কথাবলা কিতাব। তা দেখুন এবং তা দেখার জন্য মানুষকে দাওয়াত দিন, এটি সাওয়াবের কাজ। (৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২১ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৫৬) দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনী পরিবেশের সাথে আমলীভাবে যুক্ত থাকুন, দোজাহানের কল্যাণ নসিব হবে।

إِنْ شَاءَ اللَّهُ (৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ মোতাবেক ২১ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৫৭) নামায সকল কাজের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

(৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ মোতাবেক ২১ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৫৮) হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ 'র বলাতে আমি প্রথমবারের মতো ১২ রবিউল আউয়ালে “মারহাবা ইয়া মুস্তফা”র স্লোগান দেই। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ এখন তা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে।

(১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৫৯) জশনে মিলাদ উদযাপনে রাসূলের ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

(১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ মোতাবেক ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৬০) প্রিয় নবীর দরবারে দোজাহানের কল্যাণ ও মাগফিরাত প্রার্থনা করা উচিত। (১৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ মোতাবেক ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫)





(৬১) মালের পরিবর্তে মাওলার ভালবাসা অর্জিত হয়ে গেলে তো কথাই নেই। (১৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ মোতাবেক ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৬২) আমি দ্বীনী কিতাবের মূল্যকে ‘হাদিয়া’ (উপহার) বলা পছন্দ করি। (১৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৬৩) জুলূসে মিলাদে বিনোদনের জন্য নয়, সম্মানের জন্য অংশগ্রহণ করুন।

(১৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৬৪) ভাল কাজের জন্য শিশুদের উতৎসাহিত করতে পুরস্কৃত করা উচিত। (১৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৬৫) আল্লাহর ব্যাপারে এ হুযনে যন (সুধারণা) রাখা উচিত যে তিনি দয়াময় এবং আমার সাথে দয়ার আচরণই করবেন, তার দয়াতে আমাকে অপমান করবেন না এবং আমাকে ক্ষমা করবেন। (১৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৬৬) রবিউল আউয়ালের পর আলোকজ্জার উপকরণগুলো খুলে ফেলুন। (১৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫)





(৬৭) সকল আশিকানে রাসূল পহেলো রবিউল আউয়ালে পতাকা উত্তোলন করুন এবং এগার রবিউস সানিতে নামিয়ে ফেলুন। (১৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৬৮) মাদানী পতাকা, বড় বড় পতাকা ও ব্যানার নামিয়ে সংরক্ষণ করুন এবং পরের বছর আবার ব্যবহার করার ব্যবস্থা করুন। (১৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৬৯) প্রত্যেকেরই অন্যের কাছে জিনিস চাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। এই অভ্যাস যদি পাকাপোক্ত হয়ে যায় তবে পার্থিব উপকারও লাভ হয়।

(২০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৭০) তাওবার উপর অটল থাকার জন্য দ্বীনী পরিবেশের সাথে যুক্ত থাকুন।

(২০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৭১) বাহারে শরীয়তের তিন খণ্ডই প্রত্যেক ঘরে থাকা উচিত। (২০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৭২) বাবার বাড়িতে গিয়ে শ্বশুরবাড়ির দোষ-ত্রুটি বর্ণনা আর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বাবার বাড়ির সুনাম করবেন না।

(২২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ০২ জানুয়ারী ২০১৬)





(৭৩) গিয়ারভী শরীফের অনেক ফযীলত আছে, যার পক্ষে সম্ভব তার আয়োজন অবশ্যই করুন। যার ঘরে প্রতি মাসে গিয়ারভী শরীফের আয়োজন করা হবে, সে এর বরকত নিজ চোখে দেখবে। (২৪ রমযান ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৩০ জুন ২০১৬, আসরের পর)

(৭৪) আত্মীয়দের মাঝে বিয়েতে সৌহার্দ্যের সম্ভাবনা বেশি, তবে সবসময় ভালো চরিত্রের কথা মাথায় রাখতে হবে। আগে চরিত্র, তারপর চেহারা।

(২৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ০৯ জানুয়ারী ২০১৬)

(৭৫) আল্লাহর পথে ব্যয় করা নফসের জন্য অত্যন্ত কঠিন। তাই যখনই নিয়ত করবেন, তখনই দিয়ে ফেলুন। কারণ অন্তর বদলে যায়।

(২৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ০৯ জানুয়ারী ২০১৬)

(৭৬) যে কোনো অনুষ্ঠান হোক, তা ধর্মীয়ভাবে উদযাপন করা উচিত। জন্মদিন উদযাপন করতে হলে ফাতিহা পাঠ ও ঈসালে সওয়াবের ব্যবস্থা করুন। হাততালি ও নারী-পুরুষের মেলামেশা (এবং যে কোনো শরীয়তবিরোধী কাজ) তাতে যেন না হয়। (২ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১২ জানুয়ারী ২০১৬)





(৭৭) এলাকার মসজিদের অনেক প্রভাব আছে। ঘর ঐ এলাকায় নিন যেখানে মসজিদ গিয়ারভী শরীফ- বারভী শরীফ মান্যকারীদের নিয়ন্ত্রণে আছে।

(২ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১২ জানুয়ারী ২০১৬)

(৭৮) কারো কাছ থেকে অনুগ্রহ না নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত, এইভাবে আত্মসম্মানবোধের মাধ্যমে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। (৩ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৩ জানুয়ারী ২০১৬)

(৭৯) ওয়াসওয়াসার অন্যতম নিরাময় হলো তার প্রতি মনোযোগ না দেওয়া।

(৪ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৪ জানুয়ারী ২০১৬)

(৮০) ভুল স্বীকার করলে সম্মান কমে না, বরং বাড়ে।

(৪ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৪ জানুয়ারী ২০১৬)

(৮১) তাই উত্তম যা আল্লাহ ও রাসূল ﷺ 'র কাছে উত্তম। (৫ রবিউল আখির ১৪৩৭ মোতাবেক ১৫ জানুয়ারী ২০১৬)

(৮২) গাউসে পাক ও আলা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا 'র বিরুদ্ধে কিছু শোনার ক্ষেত্রে ইলিয়াস কাদেরীর কান বধির। আমরা





তাদের অনুসরণ করছি এবং তারা আমাদের জান্নাতে নিয়ে যাবেন। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** (৬ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৬ জানুয়ারী ২০১৬)

(৮৩) আউলিয়া কিরামের সান্নিধ্য সর্বাবস্থায় উপকারী।

(৬ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৬ জানুয়ারী ২০১৬)

(৮৪) ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব সাংগঠনিক কাজে বাধা।

(৭ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৭ জানুয়ারী ২০১৬)

(৮৫) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার পর ইসলামী ভাইদের সাথে দেখা করুন, তাদের একা ছেড়ে যাবেন না। তাদের সাথে উষ্ণভাবে (ভালোভাবে) সাক্ষাৎ করা তাদেরকে দ্বীনী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে তুলবে।

(৭ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৭ জানুয়ারী ২০১৬)

(৮৬) মিশুক হোন, যদি আপনি স্বভাবগতভাবে মিশুক না হন, তাহলে জোর করে মিশুক হোন।

(৭ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৭ জানুয়ারী ২০১৬)

(৮৭) পুত্রবধূ যদি শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে তবে সে তার স্বামীর সম্ভ্রষ্টি পাবে।

(২২ রমযান ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৭ জুন ২০১৬, তারাবীহ'র পর)





(৮৮) আপনি যে দোয়াটি মুখস্থ রাখতে চান তা লিখে ঘরের এমন জায়গায় ঝুলিয়ে রাখুন যেখানে তা আপনার চোখে পড়বে। ২২ শীঘ্রই তা মুখস্থ হয়ে যাবে।

(৮ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৮ জানুয়ারী ২০১৬)

(৮৯) শাশুড়ি যদি পুত্রবধূকে কন্যার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন, তবে ঘর শান্তির দোলনায় পরিণত হবে।

(৯ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৯ জানুয়ারী ২০১৬)

(৯০) আউলিয়া কিরামের মাজার এবং গম্বুজ নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো লোকেরা যাতে তাদের কাছে যায়, ফয়েয লাভ করতে পারে এবং বরকত পেতে পারে।

(১০ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২০ জানুয়ারী ২০১৬)

(৯১) প্রত্যেকে যদি দৈনিক একজন করে নামাযী বানায়, তাহলে সকল মুসলমান নামাযী হয়ে যাবে।

(১১ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২১ জানুয়ারী ২০১৬)

(৯২) আমার মুরশিদ, মদীনার কুতুব, হযরত মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে একটি মাকতূব (চিঠি) পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি আমাকে বায়াত করানোর অনুমতি দিয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন- যদি তোমার





সিলসিলায় একজন নেককার বান্দাও প্রবেশ করে তাহলে
إِنْ شَاءَ اللهُ তোমার ক্ষমালাভের উপায় হবে।

(১১ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২১ জানুয়ারী ২০১৬)

(৯৩) নিজেকে কোনো ব্যক্তিত্ব (Personality) মনে করা
উচিৎ নয়। যার ঈমানে সাথে মৃত্যু হয়, আল্লাহ পাক তার
উপর সম্বল্ট থাকেন আর সে জান্নাতে যায়- প্রকৃতপক্ষে সেই
একজন ‘বড় মানুষ’।

(১২ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২২ জানুয়ারী ২০১৬)

(৯৪) কখনও কখনও প্রশ্ন তথ্য জানার মাধ্যম।

(১২ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২২ জানুয়ারী ২০১৬)

(৯৫) মুসলিমদের আরাম দেওয়া সাওয়াবের কাজ।

(১৩ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৩ জানুয়ারী ২০১৬)

(৯৬) কারো ঘরের সামনে আবর্জনা নিক্ষেপ করলে ঐ ঘরের
সদস্যদের কষ্ট হয়, ঘরের সদস্যদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন
এবং আল্লাহর কাছে তাওবাও করুন।

(১৩ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৩ জানুয়ারী ২০১৬)

(৯৭) যদি কাউকে আরাম দিতে না পারেন তবে কষ্ট দেবেন
না। (১৩ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৩ জানুয়ারী ২০১৬)





(৯৮) এই দুনিয়াতে যে ধন-সম্পদ পায় তাকে মুতলাক্বান (অর্থাৎ প্রতিটি দিক দিয়ে) সৌভাগ্যবান বলা ঠিক নয়, সম্পদ হলো পরীক্ষা। (১৩ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৩ জানুয়ারী ২০১৬)

(৯৯) তাফসীর ‘সীরাতুল জিনান’ হলো জ্ঞানের এক বিরাট ভাণ্ডার। (১৯ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৯ জানুয়ারী ২০১৬)

(১০০) ঐ দুনিয়া খারাপ, যা আখিরাতের ক্ষতি করে।
(১৯ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ২৯ জানুয়ারী ২০১৬)

(১০১) নিজেদের মধ্যে দ্বীনী বই বিতরণের রীতি চালু করুন।
(২০ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৩০ জানুয়ারী ২০১৬)

(১০২) বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করুন, তাহলে আপনি সবার চোখের মনি হয়ে যাবেন।
(২০ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৩০ জানুয়ারী ২০১৬)

(১০৩) আপনি যদি বোঝাতে জানেন তবে ব্যক্তিগতভাবে বোঝানো বেশি উপকারী।
(২৭ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

(১০৪) বোঝানোও একটি শিল্প।
(২৭ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)





(১০৫) বান্দার পরীক্ষা হয় তখন যখন তাকে রাগান্বিত করা হয়। যখন মেজাজ-বিবুদ্ধ কোনো কিছু হয় তখন যদি তা সহ্য করতে পারি তবে আমরা ভাল, অন্যথায় আমরা ভাল নই।

(২৭ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

(১০৬) যেসব আলিম ও পীর ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের খোঁজখবর নেন, দুঃখ-কষ্টে শরীক হন, সদাচরণ ও নম্রতার সাথে ব্যবহার করেন, তারাই মানুষের অন্তরে অবস্থান করেন।

(২৭ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

(১০৭) দ্বীনের কাজ কুরবানি প্রত্যাশা করে।

(২৭ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

(১০৮) খওফে খোদা (আল্লাহর ভয়) ও ইশকে মুস্তফা (রাসূলের ভালোবাসা) আমাদের মূলধন।

(৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

(১০৯) সন্তানকে ইসলামী মূলনীতি মোতাবেক তরবিয়ত করা (প্রশিক্ষিত করা) ও কুরআনী নির্দেশ অনুযায়ী আমল করানো আবশ্যিক।

(৬ রমযান ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১১ জুন ২০১৬, তারাবীহ'র পর)





(১১০) মুসলমানদেরকে ভালো পরামর্শ দেওয়া বা জায়িয সুপারিশ করাও একজন মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ করার শামিল। ভালো নিয়ত থাকলে তা সাওয়াবের কাজও বটে।

(১০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

(১১১) বাস্তবে নেককার হলো সেই, যা আল্লাহ পাকের দরবারে নেককার। (৩ রমযান ১৪৩৭ মোতাবেক ৯ জুন ২০১৬, আসরের পর)

(১১২) নেককারের জন্য জরুরি হলো নিজেকে নেককার মনে না করা, এটাই বুয়ুর্গদের কর্মপদ্ধতি।

(১০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

(১১৩) যাহেরী (বাহ্যিক) গুনাহের সাথে সাথে বাতেনী (অভ্যন্তরীণ) গুনাহ সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যিক।

(১০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

(১১৪) পুত্রসন্তান জন্মালে এই নিয়ত করুন যে- আমি আমার মাদানী মুন্নাকে হাফিযে কুরআন, জামিয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে আলিম বানাবো। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**

(১৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৭ মোতাবেক ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

(১১৫) আমি যখন গাড়িতে বসি সাধারণত যানবাহনে আরোহণের দোয়া পড়ি অথবা পড়াই, তাওবা এবং তাজদীদে





ঈমান (ঈমান নবায়ন) করি এবং সূরা কুরাইশ তিলাওয়াত করি। (২৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৫ মার্চ ২০১৬)

(১১৬) পরিবহন মালিকগণ চালকদের প্রতি তাকিদ প্রদান করুন যে নামাযের সময় হলে তারা যেন যানবাহন খামিয়ে নিজে নামায আদায় করে এবং যাত্রীদেরও নামাজ পড়তে বলে। (২৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৫ মার্চ ২০১৬)

(১১৭) আল্লাহ যেন এমন করে দেন যে চালকরা যাত্রীদের বলা শুরু করবে- ‘চলুন, নামায পড়ে নিন।’
(২৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ৫ মার্চ ২০১৬)

(১১৮) ঘুম না এলে “يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيْمُ” ওয়াযীফা পাঠ করুন।
(২৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৭ মোতাবেক ৫ মার্চ ২০১৬)

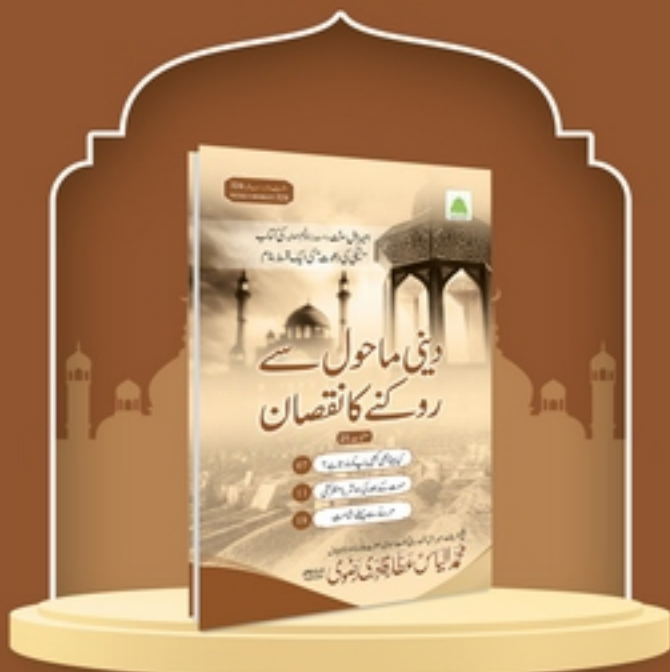
(১১৯) তহবন্দ (লুঙ্গি) ও পায়জামার মতো জুব্বাও টাখনুর উপরে থাকা উচিত। (২ জমাদিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১২ মার্চ ২০১৬)

(১২০) কবুল হওয়ার জন্য ইখলাস শর্ত।
(২ জমাদিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১২ মার্চ ২০১৬)

(১২১) সর্বদা মাথায় রাখবেন নেকীর পাল্লা যেন হালকা হয়ে না যায় এবং গুনাহের পাল্লা যেন ভারি হয়ে না যায়।
(৯ জমাদিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৯ মার্চ ২০১৬)



আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

বেঙ্গ অফিস : ১৮২ আম্বরকিয়া, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

কক্সবন্দে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৩৫১৭

আল-ফাতাহ শরিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আম্বরকিয়া, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০০৫৮৯

কাশারীপাড়া, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭১৪৭৮১০২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina76@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net